চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতি

চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন বলতে কি বুঝায়?

অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের যে উৎপাদন ক্যাপাসিটি রয়েছে, বাজারে তার চেয়ে বেশি পণ্যের চাহিদা রয়েছে। তখন উক্ত প্রতিষ্ঠান অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তার ব্র্যান্ডনেমযুক্ত পণ্য উৎপাদন করিয়ে নেয়। এ ধরনের কাজকে বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন বলা হয়। বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠান এ ধরনের চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন করিয়ে থাকে। কারণ, বর্তমান যুগ হলো প্রযুক্তি এবং শ্রম বিভাজনের যুগ।

চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকদের সুবিধার জন্য বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় এ বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৫(২ক) এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-৩(১খ), ৩(১গ) এবং ১৯(৭) তে এ সংক্রান্ত বিধান বিধৃত আছে। উক্ত আইন এবং বিধি নিম্নরূপঃ

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৫ (২ক):

"কোন নিবন্ধিত উৎপাদক কর্তৃক চুক্তির ভিত্তিতে অন্যকোনো নিবন্ধিত উৎপাদকের ব্র্যান্ডযুক্ত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে, বোর্ড, বিধি দ্বারা উক্ত পণ্যের মূল্য নিরূপণের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।"

মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-৩(১খ), ৩(১গ), ১৯(৭):

বিধি-৩(১খ): "চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে পণ্যের উৎপাদক পণ্যের স্বত্ত্বাধিকারীর নিকট হইতে প্রতি পণ্যের জন্য যে পণ বা মূল্য গ্রহণ করিবেন তাহার ভিত্তিতে সংশিষ্ট এলাকার বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট ফরম "মূসক-১" এ মূল্য ঘোষণা দাখিল করিবেন।"

বিধি-৩(১গ): "চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে পণ্যের স্বত্ত্বাধিকারী উৎপাদনকারী হিসেবে বিবেচিত হইবেন এবং উপ-বিধি (১) অনুযায়ী "মূসক-১" এ মূল্য ঘোষণা দাখিল করিবেন।"

বিধি-১৯(৭): "চুক্তিভিত্তিতে পণ্যের উৎপাদনকারী পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত স্বত্বাধিকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত উপকরণ ব্যতীত, অন্যান্য উপকরণের ওপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর ঘোষিত মূল্যে অন্তর্ভুক্ত থাকিবার শর্তে আইনের ধারা ৯ এর বিধান প্রতিপালন করিয়া রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন।"

উক্ত বিধি-বিধানসমূহের আলোকে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা নিম্নরূপ:

০১. পণ্যের স্বত্বাধিকারী চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের সাথে চুক্তি সম্পাদন করবেন। চুক্তিতে উলেখ করতে হবে যে, কি পণ্য (স্পেসিফিকেশনসহ) উৎপাদন করা হবে, কি উপকরণ ব্যবহার করা হবে, প্রতিটি পণ্য উৎপাদনের জন্য কতটাকা উৎপাদককে প্রদান করা হবে ইত্যাদি।

০২. পণ্যের স্বত্বাধিকারী তার ভ্যাট বিভাগীয় কার্যালয়ে উক্ত পণ্যের মূল্য ঘোষণা এমনভাবে দাখিল করবেন যেন তিনি নিজেই পণ্যের উৎপাদক। বিধি-৩(১গ) তে উলেখ আছে যে, পণ্যের স্বত্বাধিকারী ফরম "মূসক-১" এ মূল্য ঘোষণা দাখিল করবেন। সাধারণত: অধিকাংশ উৎপাদকগণ ফরম "মূসক-১" এ মূল্য ঘোষণা দাখিল করেন। তবে, এ ধরনের কোন স্বত্বাধিকারী যদি ফরম "মূসক-১ঘ" তে মূল্য ঘোষণা দাখিল করতে চান, তাহলে তিনি দাখিল করতে পারবেন বলে আমার অভিমত। কারণ, "মূসক-১ঘ" ফরমটি পরবর্তীতে প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই, বিধি-৩(১গ) তে উহা উলেখ নেই। "মূসক-১" ফরম www.vatbd.com ওয়েবসাইটের Download VAT Contents মেন্যুর সিরিয়াল নং-১২ তে আপলোড করা আছে। অনুগ্রহ করে দেখুন। "মূসক-১ঘ" ফরম এই ডকুমেন্ট-এর নিম্নে সন্নিবেশ করা আছে। অনুগ্রহ করে দেখুন। পণ্যের স্বত্তাধিকারী তার মূল্য ঘোষণায় চুক্তিভিত্তিক উৎপাদককে যে অর্থ প্রদান করবেন তা উলেখ করবেন এবং চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের নিকট তিনি যে ভ্যাট পরিশোধ করবেন তা তিনি রেয়াত নিতে পারবেন।

০৩. চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের সাথে চুক্তি সম্পাদনের পর পণ্যের স্বত্বাধিকারী তার উপকরণ ফরম "মূসক-১১গ" ব্যবহার করে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। "মূসক-১১গ" ফরমটি এই ডকুমেন্টের নিম্নে দেয়া আছে। অনুগ্রহ করে দেখা যেতে পারে।

০৪. চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক তার ভ্যাট বিভাগীয় কার্যালয়ে ফরম "মূসক-১" এ মূল্য ঘোষণা দাখিল করবেন। প্রতিটি পণ্যের জন্য তিনি যে মূল্য গ্রহণ করবেন তার ভিত্তিতে তিনি মূল্য ঘোষণা দাখিল করবেন। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক নিজে যদি কোনো উপকরণ ব্যবহার করেন, তাহলে তা চুক্তিপত্রে এবং চুক্তিমূল্যের মধ্যে উলেখ থাকতে হবে। এই উপকরণ তিনি মূল্য ঘোষণায় উলেখ করবেন। এবং এই উপকরণের বিপরীতে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক রেয়াত গ্রহণ করতে পারবেন।

০৫. চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক পণ্যটি উৎপাদন করবেন। তিনি তার ঘোষিত মূল্যে ফরম "মূসক-১১" ব্যবহার করে চালানপত্র ইস্যু করবেন। ঘোষিত মূল্যে ভ্যাট পরিশোধ করবেন। চালানপত্র এবং পণ্য তিনি স্বত্তাধিকারীর নিকট পাঠিয়ে দেবেন। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক তার নিজ উৎপাদনের জন্য স্বাভাবিক নিয়মে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করবেন। তিনি চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের জন্য আলাদাভাবে হিসাবপত্র সংরক্ষণ করবেন।

০৬. পণ্যের স্বত্বাধিকারী পণ্য গ্রহণ করবেন। তিনি তার "মূসক-১৭" রেজিস্টারের পণ্যের স্থিতির সাথে এই পণ্য যোগ করবেন। তারপর তিনি যথানিয়মে মূসক চালান ইস্যু করে, চলতি হিসাবে প্রযোজ্য মূসক বিয়োগ করে এবং বিক্রয় হিসাব রেজিস্টারে (মূসক-১৭) পণ্যের স্থিতি থেকে পণ্য বিয়োগ করে পণ্য বিক্রি করবেন।

প্রশ্নোত্তরঃ

প্রশ্ন-০১: একটি চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনযোগ্য পণ্য নিজ অঙ্গনে প্রলেপ করে। এরপর আবার অন্য অঙ্গনে তার নিজস্ব মালিকানার প্রতিষ্ঠানে নিয়ে কাটিং করে। কাটিং করার জন্যে কোন চালানপত্র ব্যবহার করে নিয়ে যাবে।

উত্তর: 'মূসক-১১গ' ফরমে চালানপত্র ব্যবহার করে কাটিং করতে নিয়ে যেতে হবে। দু'টি প্রতিষ্ঠান এক মালিকানায় হলেও ইহা আলাদা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান আলাদা স্বত্তা তা একই মালিকানায় হলেও। এখানে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের সকল নিয়ম-কানুন পালন করতে হবে। একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে কোনো বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন-০২: চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের অঙ্গন থেকে পণ্যের মূল স্বত্তাধিকারী পণ্য তার নিজ ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে পাঠাতে চান। কিভাবে পাঠাতে হবে?

উত্তর: বর্তমানে যে বিধি-বিধান আছে, তাতে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের অঙ্গন হ'তে পণ্যের স্বত্বাধিকারী তার পণ্য ডেলিভারী প্রদান করতে পারবেন না। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক পণ্য উৎপাদনের পর 'মূসক-১১' চালানের মাধ্যমে পণ্য মূল স্বত্বাধিকারীর নিকট প্রেরণ করবেন। পণ্যের মূল স্বত্বাধিকারী তার পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করে, "মূসক-১১" চালানপত্র ইস্যু করে, উক্ত পণ্য এমনভাবে বিক্রি করবেন যেন তিনি নিজেই উক্ত পণ্যের উৎপাদক। বর্তমানে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের অঙ্গন থেকে পণ্য ডেলিভারী দেয়ার বিধান না থাকায় অনেক সময় পণ্যের মূল স্বত্বাধিকারীর সমস্যা হয়। তাকে পণ্য আবার নিজ অঙ্গনে নিয়ে এসে ডেলিভারী দিতে হয়। আপাততঃ আইনে এর কোনো প্রতিকার নেই।

প্রশ্ন-০৩: একটি কোম্পানী বৈদ্যুতিক তার উৎপাদন করে। ক্যাথড থেকে রড তৈরী করতে হয়। রড থেকে বৈদ্যুতিক তার তৈরী করতে হয়। উক্ত কোম্পানি চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের দ্বারা ক্যাথড থেকে রড তৈরী করবে। অত:পর নিজ ফ্যাক্টরীতে রড থেকে বৈদ্যুতিক তার তৈরী করবে। এখানে ভ্যাটের পদ্ধতি কি হবে?

উত্তর: বিষয়টি হলো আংশিক চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন করার পদ্ধতি বিধৃত আছে। আংশিক চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে। এ পদ্ধতিতে পণ্যের স্বত্বাধিকারী এবং চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের মাঝে চুক্তি সম্পাদিত হয়। পণ্যের স্বত্বাধিকারী নিজে পণ্যটির মূল্য ঘোষণা প্রদান করেন, যেন তিনি নিজেই উৎপাদনকারী। তিনি "মূসক-১১গ" চালানপত্রের মাধ্যমে উপকরণসমূহ চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের নিকট পাঠিয়ে দেন। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক প্রতি ইউনিট পণ্য উৎপাদনের জন্য যে মূল্য গ্রহণ করবেন, সে মূল্য অনুসারে তার ভ্যাট বিভাগে মূল্য ঘোষণা দেবেন। পণ্যটি উৎপাদনের পর উক্ত মূল্যের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করে, "মূসক-১১" চালানপত্র ইস্যু করে, পণ্যের স্বত্বাধিকারীর নিকট পণ্য পাঠিয়ে দেবেন। পণ্যের স্বত্বাধিকারী পণ্যটি এমনভাবে বিক্রি করবেন, যেন তিনি নিজেই পণ্যটির উৎপাদক।

প্রশ্ন-৪: আংশিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে কি?

উত্তর: আংশিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে যিনি পণ্যের স্বত্বাধিকারী তিনি স্বাভাবিক নিয়মে পণ্যের মূল্য ঘোষণা এমনভাবে দাখিল করবেন যেন তিনি নিজেই পণ্যটির উৎপাদক। তিনি উপকরণ "মূসক-১১গ" ফরমে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের নিকট পাঠিয়ে দেবেন। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক তার বিভাগীয় দপ্তরে মূল্য ঘোষণা দাখিল করে, পণ্যটি উৎপাদন করে, ভ্যাট পরিশোধ করে "মূসক-১১" চালানের মাধ্যমে পণ্যটি স্বত্বাধিকারীর নিকট পাঠিয়ে দেবেন। পণ্যের স্বত্বাধিকারী প্রেরিত উপকরণ এবং গৃহীত অন্তবর্তীকালীন পণ্যের জন্য আলাদা একটি "মূসক-১৬" রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন। তিনি অন্তবর্তীকালীন পণ্য গ্রহণ করে, মূল পণ্য উৎপাদন করে বিক্রি করবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ক্যাথড থেকে রড তৈরী করা হয় এবং রড থেকে ক্যাবল তৈরী করা হয়। পণ্যের স্বত্বাধিকারী ক্যাথড আমদানি করে, তার বিভাগীয় দপ্তরে ক্যাবল উৎপাদনের জন্য মূল্য ঘোষণা দাখিল করবেন। তিনি চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের নিকট ক্যাথড পাঠিয়ে দেবেন। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক ক্যাথড দিয়ে রড তৈরী করে স্বত্বাধিকারীর নিকট পাঠিয়ে দেবেন। স্বত্বাধিকারী রড দিয়ে ক্যাবল তৈরী করে বিক্রি করবেন।

মূসক-১ঘ’

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা।

পণ্যের গায়ে/ধারকে/পাত্রে/মোড়কে মুদ্রিত খুচরা মূল্যের ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা
(বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)

নিবন্ধিত ব্যক্তির নামঃ
ঠিকানাঃ
নিবন্ধন নংঃ
মূল্য ঘোষণার নং-
টেলিফোন নং-
ফ্যাক্স-

ক্রম নং	পণ্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড	পণ্যের নাম ও বিবরণ	সরবরাহ বা বিক্রয়ের একক	উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের নাম	প্রতি একক পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিমাণ (অপচয়ের পরিমাণ প্রথম বন্ধনীর মধ্যে আলাদা উলেখ করিতে হইবে)	গায়ে/ধারকে/মোড়কে মুদ্রিত মুল্য	উৎপাদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত মূসক আরোপযোগ্য মূল্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে,

১। উপরে বর্ণিত সকল তথ্য সত্য ও নির্ভুল এবং ইহা নির্ধারণের অনুকূলে সকল দলিলাদি আমার হেফাজতে আছে।

২। উৎপাদন পর্যায়ে মূসক আরোপযোগ্য মূল্য উপরে বর্ণিত পণ্যের গায়ে/ধারকে/মোড়কে মুদ্রিত মুল্যের দুই/তৃতীয়াংশের কম নয়।

৩। উলিখিত বিধিমালার বিধি (৩)-এ বর্ণিত পরিস্থিতির আলোকে মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত কোনো তদন্তে বা জরিপে উপরিউক্ত ঘোষিত মূল্য অসঙ্গতিপূর্ণ বা কম প্রতীয়মান হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যভিত্তি অনুযায়ী ঘোষণা প্রদানের তারিখ হইতে কর প্রদানে আমি বাধ্য থাকিব।

তারিখঃ .. ..

স্বত্ত্বাধিকারী, নিবন্ধিত ব্যক্তি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির স্বাক্ষর

মূসক-১১গ

স্বত্ত্বাধিকারীর সরবরাহস্থল হইতে উৎপাদনের জন্য প্রেরিত উপকরণ এর
চালানপত্র
[বিধি ১৬(৩গ) দ্রষ্টব্য]

স্বত্ত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ
ঠিকানা ঃ
করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা ঃ

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা	ঃ	চালানপত্রের ক্রমিক সংখ্যা চালানপত্র প্রদানের তারিখ	ঃ
করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা	ঃ	চালানপত্র প্রদানের সময়	ঃ
যানবাহনের প্রকৃতি এবং নম্বর	ঃ ঃ	উপকরণ অপসারণের প্রকৃত তারিখ ও সময়	ঃ

ক্রমিক নং	সরবরাহকৃত উপকরণের নাম ও বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য (করসহ)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)		

তারিখঃ . . . . . .

স্বত্ত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর
নামঃ . . . . . .
পদবীঃ . . . . . .